

৪। ঘনবাদ্য : এই প্রকার বাদ্যে কোন ধাতুর উপর বা অন্য কোন বস্তুর উপর ধাতু বা কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া স্বর উৎপন্ন করা হয়। যেমন—মঞ্জীরা, মন্দিরা, কাঁসর, ঝাঁঝ, করতাল, জলতরঙ্গ ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ভারতবর্ষে প্রচলিত অবনদ্ধ বা আনদ্ধ শ্রেণীর বাদ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হইল ডম্বরু বা ডমরু। কথিত আছে তাণ্ডব নৃত্য করিবার সময় মহাদেব ডম্বরু বাজাইতেন। ডম্বরু হস্তে নৃত্যরত মহাদেব এবং মৃদঙ্গবাদনরত সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি ভারতবর্ষে সুপরিচিত। তৎ বাদ্যের মধ্যে বীণা সুপ্রাচীন। দেবী সরস্বতী হইলেন বীণাপাণি। সুষির বাদ্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মুরলী সর্বজন পরিচিত। ✓

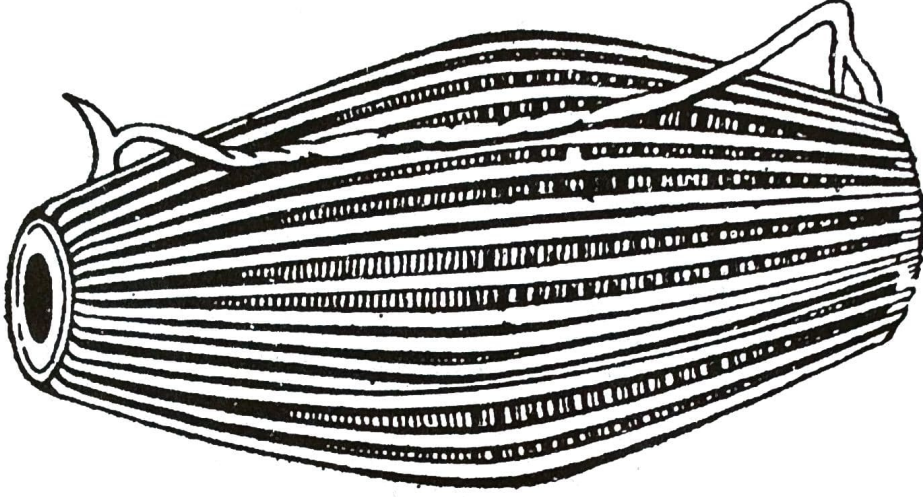
## ॥ বিভিন্ন অবনদ্ধ বাদ্য ও উহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ॥

ডম্বরু : পুরাণে বলা হইয়াছে যে, দেবাদিদেব শঙ্কর তাঁহার তাণ্ডব নৃত্যের সময় ডম্বরু দ্বারা চৌদ্দটি ধ্বনি উৎপন্ন করেন। এইগুলি মাহেশ্বর সূত্র নামে পরিচিত। তালশাস্ত্রে এই সূত্রের লঘু-গুরু অক্ষর বা তাল পরিমাণের উপযোগিতা স্বীকার করা হইয়াছে। ডম্বরু আকৃতিতে বারো বা চৌদ্দ অঙ্গুলি দীর্ঘ হয়। দুই দিকের দুইটি মুখ চামড়া দিয়া ছাওয়া হয়। প্রত্যেকটি মুখের ব্যাস সাত অথবা আট অঙ্গুলি হয়। মাঝখানের ব্যাস দুই অঙ্গুলি। মাঝখানের এই সরু কোমরে একটি সূতার ডোরী বাঁধা হয়। ডোরীর দুই মুখে ধূনা বা মোম লাগান হয়। ডম্বরুর কোমরে



আর এক গুচ্ছ ডোরী বাঁধা হয়। এই ডোরী হাতে ধরিয়া ডম্বরু বাজানো হয়। ডম্বরু নাড়াইলেই ডোরীর ধূনা বা মোম লাগানো মুখ দুইটি ডম্বরুর দুই মুখে আঘাত করিতে থাকে। তখন ডুগ্ ডুগ্ ধ্বনি উৎপন্ন হয়। এইজন্য ডম্বরুকে চলিত ভাষায় ডুগ্‌ডুগি বলা হয়। বর্তমানে বেদেরা এই ডুগ্‌ডুগি বাজাইয়া তাহাদের খেলা দেখাইয়া থাকে।

✓ খোল বা শ্রীখোল : ইহাকে সাধারণতঃ শুধুমাত্র খোল বলা হয়। ইহা প্রাচীন মৃদঙ্গেরই প্রকারভেদ মুরজের অনুরূপ। ইহার অঙ্গটি মাটি দিয়েই নির্মিত হয়। খোল প্রায় দেড়-দুহাত লম্বা হয়। বামদিকের মুখের ব্যাস দশ-বারো অঙ্গুলি এবং ডানদিকের মুখের ব্যাস ছয় অঙ্গুলি পরিমাণ হয়। দুইটি মুখই চামড়া দ্বারা ছাওয়া হয় এবং

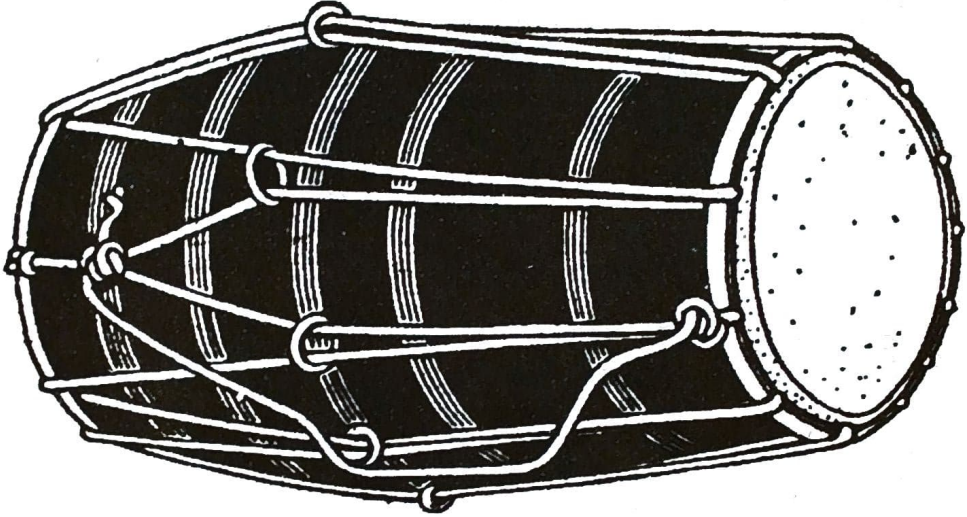


গোলাকৃতি চামড়ার মাঝখানে বৃত্তাকার গাবের প্রলেপ দেওয়া হয়। বামদিকে যে গাবের বৃত্ত করা হয় তাহার ব্যাস হয় সাত-আট অঙ্গুলি এবং ডানদিকের ব্যাস হয় তিন-চার অঙ্গুলি। খোলের দুইটি মুখ চামড়ার ফিতা দ্বারা আটকানো হয়। ইহার জন্য খোলের মাটির কাঠামোটি চামড়ার ফিতায় ঢাকা পড়ে। খোলে কোন গুলি বা গাট্টা লাগান হয় না। খোল বাদ্যে ১০৮ প্রকার তাল বাজান হয়। তাহাদের মধ্যে একতাল, দশকোশী, সমতাল, পাকছটা, পোট, ধরণ, রূপক, পঞ্চম সোয়ারী, তেওট, জপতাল, ঝাঁপতাল, দুঠুকী, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, ধামালি, শশীশেখর, লোফা প্রভৃতি সমধিক প্রচলিত। কীর্তন, ভজন প্রভৃতি ভক্তিমূলক গানের সহিত খোলের সঙ্গত সুপ্রশস্ত। খোলের বাণী—তা, তেতা, ধৈ, ধৈয়া, ঝাঁ, ঝিনি, তি, তিনি, নাক, গুরু ইত্যাদি।

✓ ঢাক : পুরাকালে এই যন্ত্রটি যুদ্ধ যাত্রায় ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনেকে ইহাকে সামরিক যন্ত্র বলিয়া থাকেন। বর্তমানে বিভিন্ন পূজা পার্বণে বাজিতে দেখা যায়। অতি বৃহৎ আকারের ঢাককে জয়ঢাক বলা হয়। সাধারণ ঢাক হইতে জয়ঢাকের আওয়াজ জোরদার ও গভীর হয়। ঢাকের ডানদিকের মুখটি উর্ধ্বদিকে রাখা হয়। ঢাক মাটিতে রাখিয়া উর্ধ্বমুখে দুইটি কাঠি দ্বারা বাজান হয়। দুই দিকের খোলা মুখ চামড়া দ্বারা

হয়। মুখ দুইটির ব্যাস ১৮।২০ অঙ্গুলি হয় এবং চামড়া দিয়া ছাওয়া হয়। ইহাতে গাবের আস্তরণ দেওয়া হয় না। চামড়ার ফিতা অথবা ডোরি দিয়া দুই দিকের বেণী টান থাকে। দুইটি ডোরীর মধ্যে পিতল, তামা বা লোহার বলয় দেওয়া হয়। ঢোলের ডানদিকের মুখটি সরু কাঠি দিয়া এবং বামদিকের মুখটি হাত দিয়া বাজানো হয়। পূজাপার্বণ, বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে এবং তরজা ও কবিগানের আসরে ঢোল বাজিতে দেখা যায়। ঢোলের বাণী—তা, তগ্, তু, বা, টিক্, ত্রি, ত্রিতা, ধি ইত্যাদি।

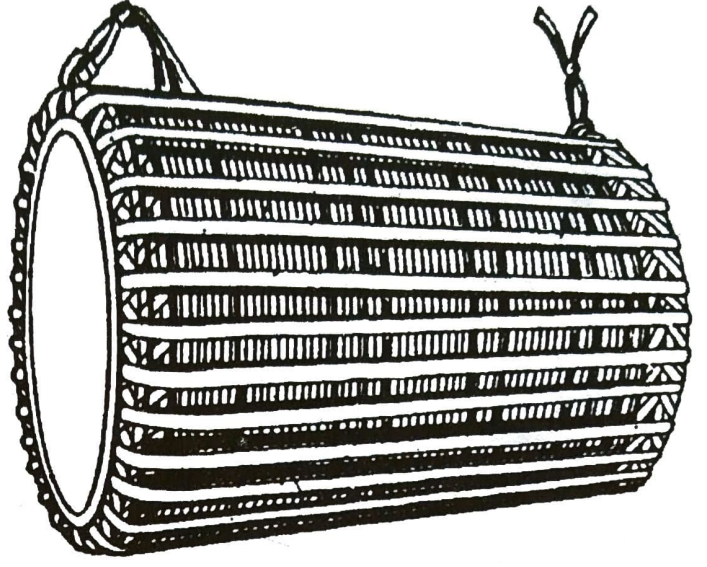
ঢোলক : এই বাদ্যযন্ত্রটি উপতাল বাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। চতুর্দশ শতাব্দী হইতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার কাঠামোটি কাঠ দ্বারা নির্মিত হয় এবং দেখিতে অনেকটা পিপার মত। ইহা লম্বায় এক-দেড় হাত হয়। বামদিকের মুখের ব্যাস চৌদ্দ



অঙ্গুলি ও ডানদিকের মুখের ব্যাস বারো অঙ্গুলি হয়। দুই দিকের মুখ চামড়া দিয়া ছাওয়া হয়। মুখের দুই প্রান্ত অনেকগুলি সূতার ডোরি দিয়া আটকানো হয়। দুইটি ডোরীর মধ্যে তামা অথবা লোহার বলয় পরানো হয়। বামদিকের মুখে গাবের আস্তরণ দেওয়া হয়। দুই হাতের সাহায্যে ঢোলক বাজান হয়। পাঞ্জাবের গ্রাম্য উৎসবে, কাওয়ালী গীতে, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে লোকগীতির সঙ্গে, বাংলা দেশে যাত্রা কবিগান এবং পালাগানের সহিত ঢোলক বাজিতে দেখা যায়। এই বাদ্যযন্ত্রে সচরাচর তবলার বাণী প্রয়োগ করা হয়।

মাদল : শ্রীখোলকে যেমন মুরজ বা মৃদঙ্গ বলা হয়, তেমনি শুদ্ধ ভাষায় মাদলকে মুরজ বা মর্দল বলা হয়। এই বাদ্যযন্ত্রটি আকৃতিতে অনেকটা পাখোয়াজের অনুরূপ হইলেও আকারে কিছুটা ছোট। যন্ত্রটি কাঠ দ্বারা নির্মিত হয়। মাটি নির্মিত মাদলও

দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা এক হাত বা সওয়া-হাত লম্বা হয়। ইহার বামদিকের মুখে গাবের আস্তরণ দেওয়া হয়, তবে সব মাদলে গাব দেখা যায় না। সমস্ত খোলটিতে চামড়ার বেড় দেওয়া থাকে। দুই পাশের সমস্ত চর্মাচ্ছাদনই ছোট দ্বারা টান করিয়া বাঁধা থাকে। সাঁওতাল, কোল, ভীল, প্রভৃতি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে নৃত্য-গীতের সহিত ইহার ব্যবহার প্রচলিত। লোকগীতি,



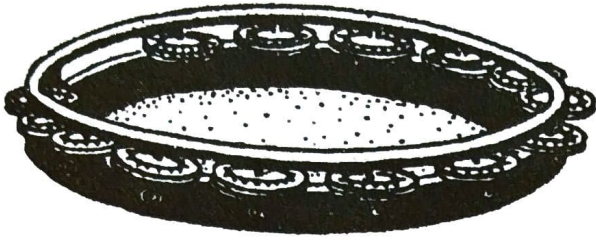
লোকনৃত্য এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন উৎসবে ও মণিপুরী নৃত্যের সহিত মাদল বাজিতে দেখা যায়। মাদলের বাণী—ধিতাং, ধেই, ধেং, তাঁ, দী ইত্যাদি।

✓ কাড়া : পূর্বে যুদ্ধে এই যন্ত্রটির ব্যবহার দেখা যাইত। কিছুদিন পূর্বেও পূজাপার্বণের শোভাযাত্রায় ইহাকে জগঝম্প ও নাকাড়া যন্ত্রের সহিত বাজাইতে দেখা যাইত। ইহার দুই দিকের মুখ নাকাড়া হইতে প্রশস্ত ও গোলাকার। বড় মাপের কাড়াও দেখিতে পাওয়া যায়। নাকাড়া হইতে কাড়ার আওয়াজ জোরদার ও গম্ভীর হয়। দড়ি দ্বারা গলায় ঝুলাইয়া সামনের পেটের উপর রাখিয়া দুই হাতে দুইটি কাঠি দ্বারা কাড়া বাজানো হয়।



✓ নাকাড়া : নাকাড়া বাদ্যটি ভেরী কিম্বা দুন্দুভির প্রকারভেদ। রণবাদ্য হিসাবে নাকাড়ার ব্যবহার এদেশে প্রাচীনকালেই ছিল। কোন কোন স্থানে ইহাকে নাগারা বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি কবিতায় লিখিয়াছেন যে সৈন্যরা “দুর্গদুয়ারে নাকাড়া

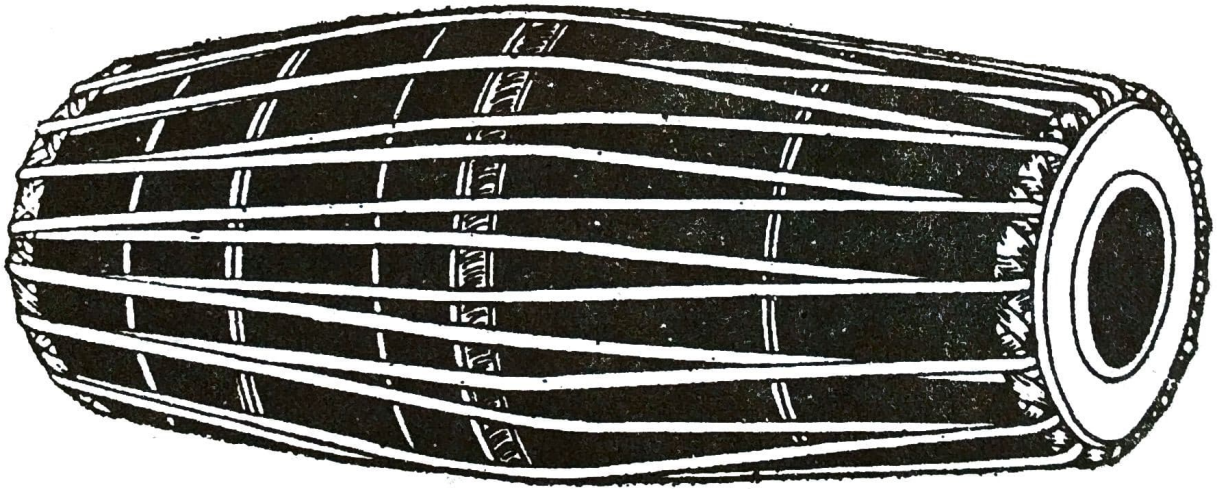
কাঞ্জিরা : আট হইতে নয় ইঞ্চি গোলাকার কাঠের ফ্রেমের উপর একপিঠ সম্পূর্ণভাবে চামড়া দ্বারা ঢাকা থাকে। ফ্রেমের মাঝে মাঝে ধাতুনির্মিত ছোট ছোট



চাকার মত ঝিনঝিনি থাকে। বাজাইবার সময় ঝিনঝিনিগুলি হইতে মধুর ধ্বনি বাহির হয়। বিদেশী তাম্বুরীন (Tambourine) যন্ত্র দেখিতে কতকটা একই রকম। যন্ত্রটি বামহাতে ধরিয়া

ডানহাত দ্বারা বাজান হয়। মালাবার ও বাংলা অঞ্চলে এই বাদ্যের প্রচলন আছে। দক্ষিণ ভারতের বৃন্দাবাদনেও এই বাদ্যের প্রয়োগ হয়।

মৃদঙ্গম্ : দক্ষিণ ভারতে এই যন্ত্রটির অধিক প্রচলন দেখা যায়। কণ্ঠটিকী সঙ্গীতে তবলার পরিবর্তে মৃদঙ্গমই ব্যবহার করা হয়। এই বাদ্যটি উত্তর ভারতে প্রচলিত পাখোয়াজের অনুরূপ হইলেও আকৃতিতে কিছু ছোট। ইহা ২২ ইঞ্চি হইতে ২৪ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। বামদিকের মুখের ব্যাস সাড়ে ছয় হইতে সাত ইঞ্চি এবং ডানদিকের



মুখের ব্যাস ছয় ইঞ্চি হইতে সাত ইঞ্চি হয়। কাঠামোর মধ্যভাগের ঘের প্রায় দুইহাত। দুইদিকের মুখ গরু, ভেড়া ও মহিষের চামড়া উপর্যুপরি সাজাইয়া ছাওয়া হয়। উত্তর ভারতের মত দুই পাশের দুই মুখে চামড়ার বন্ধি দ্বারা টান থাকে তবে কোন গুলি বা গাট্টা লাগান হয় না। কেবল কাণিতে আঘাত করিয়া সুর মিলান হয়। পাখোয়াজের মতই মৃদঙ্গমের ডান দিকে স্থায়ীভাবে গাবের আস্তরণ দেওয়া থাকে। বাম দিকে বাজাইবার সময় আটা বা সুজি মাখিয়া লাগান হয়। উত্তর ভারতীয় মৃদঙ্গে বাঁয়া বাম হাত সোজা